শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসুচী অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

ঢাকা, ২৬শে সেপ্টেম্বর -- শিক্ষা খাতে যৌথ উন্নয়ন কর্মসুচী অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউএসএআইডি) এবং বাংলাদেশ সরকার একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ইআরডি এবং ইউএসআইডি-র কর্মকর্তারা নতুন এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির আওতায় ইউএসএআইডি ২০১১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শিশু শিক্ষা খাতে এক কোটি ত্রিশ লাখ ডলার প্রদান করবে।

ইউএসআইডি-র শিশু শিক্ষা কর্মসুচীর লক্ষ্য হচ্ছে তিন থেকে ছয় বছর বয়সী শিশুদের পাঠ এবং অঙ্ক শিক্ষার দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রাথমিক শিক্ষায় তারা যাতে সফল হতে পারে সেজন্য তাদের প্রস্তুতিতে সহায়তা করা। এই লক্ষ্যে চালু হয়েছে সিসিমপুর টেলিভিশন অনুষ্ঠান যা বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হয়ে থাকে। ইউএসআইডি 'সাকসিড' নামক একটি স্কুল পুববর্তী কর্মসুচীও পরিচালনা করে থাকে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে উদ্ভাবনশীল কৌশল ও খেলার মাধ্যমে শিশুদের পড়তে এবং গুনতে শেখা। এই কর্মসুচী হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসুচীর একটি সম্পুরক অংশ। এই সম্পুরক কর্মসুচীর মাধ্যমে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা শুরুর সাথে সাথেই তাদের শিক্ষার একটি শক্ত ভিত্তি তৈরী হয়ে যায়।

ইউএসআইডি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সেই সংস্থা যার মাধ্যমে বিশ্বের ১০০-টির অধিক দেশে যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন সহযোগিতা পরিচালিত হয়ে থাকে। ১৯৭১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে ৫০০ কোটি ডলারের অধিক সহায়তা প্রদান করেছে যার অর্ধেকের বেশী ছিল খাদ্য সহায়তা। ২০০৬ সালে উন্নয়ন সহযোগিতা খাতে ইউএসআইডি বাংলাদেশকে ৭ কোটি ৫০ লাখ ডলার প্রদান করেছে।

ইউএসআইডি-র সহায়তার অন্যান্য ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং গণতন্ত্র চর্চার বিকাশ, অর্থনৈতিক সুবিধা সম্প্রসারণ এবং বাংলাদেশী জণগনের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে মানব সম্পদ খাতে বিনিয়োগ করা। বর্তমান কর্মসূচীগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা, ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং কৃষি ব্যবসার উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা, পল্লী বিদ্যুতায়ন, ইন্ধন খাত সংস্কার, মানবাধিকার এবং গণতন্ত্র এবং শিক্ষা।

ইউএসআইডি বাংলাদেশে এনজিও, বেসরকারী সংগঠন এবং বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য দাতাদের সহ স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের ব্যবহার করে কাজ করে। ইউএসআইডি-র কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্মীদের প্রায় ৮০ শতাংশই বাংলাদেশী নাগরিক।

==============

জিআর/ ২০০৬

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website: dhaka.usembassy.gov এ যোগাযোগ করুন।*